বরাবর,
কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা

বিষয়: কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য সাহায্যের আবেদন

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি একজন সাধারণ চাকুরীজীবী কৃষিবিদ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করে ১৯৯৪ সাল হতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিনা) কর্মরত থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্টার সাথে আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। গত বছর আমি সার্ক কৃষি কেন্দ্রে যোগদান করি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর অবস্থানকালে আমি সকল প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কৃষি সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি ডায়াবেটিকস, ডায়াবেটিক জনিত বিভিন্ন রোগ ও হৃদ রোগে ভোগছি।হৃদ রোগ জটিল আকার ধারণ করলে গত বছর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বারডেম হাসপাতালে বাইপাশ অপারেশন করি। সে সময় কিডনীতে সমস্যা থাকায় কয়েকবার ডাইলাসিস করতে হয়েছে। আমাকে প্রায় এক মাস হাসপাতালের আইসিউ'তে থাকতে হয়েছে। নিজের সঞ্চয় ও বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল।

বর্তমানে কিডনীর অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছে। কিডনীর ক্রিয়েটিনিন ১২ এর উপরে উঠেছে। জরুরী ভিত্তিতে ডাইলাসিস করতে আমি বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি এবং গলা দিয়ে ডায়ালাইসিস শুরু করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে তিনটি ডাইলাসিস করতে হচ্ছে। ইহা একটি ব্যয় বহুল ও জীবন ব্যাপী চিকিৎসা। ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে 'কিডনী ট্রান্সপ-ান্ট হচ্ছে ব্যাটার।" যত তাড়াতাড়ি করা যায় তত মঙ্গল।

আমার গর্ভ ধারিনী মা একটি কিডনী দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিডনী প্রতিস্থাপনের ব্যাপরে ভারতের ব্যাংলোরে অবস্থিত কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। এ জন্যে প্রায় চার মাস সেখানে থাকতে হবে এবং খরচ হবে প্রায় ১৬ লাখ টাকা। এ মহূর্তে বিনা'র চাকুরীর প্রভিডেন্ড ফান্ডের কিছু সঞ্চয় এবং সকলের ভালবাসা হচ্ছে আমার সম্বল। এমতাবস্থায়, এ বিশাল ব্যয় বহন করা আমার পক্ষ্যে সম্ভব নয়।

কৃষিবিদ বিশাল পরিবার আমি একজন সদস্য। এ পরিবারের সদস্য হিসাবে আমি গর্বিত ও আশাবাদী। কৃষির উন্নয়নে যে কার্যক্রম চলছে আমি সে মিছিলের একজন অগ্র সৈনিক হিসাবে বেঁচে থাকতে এবং দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যেতে চাই।

অতএব, আপন দের নিকট বিনীত অনুরোধ, কিডনী প্রতিস্থাপনে অপনাদের পক্ষ্য হতে আর্থিক সাহায্য কামনা করছি। সে সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপও একান্তভাবে কাম্য।

আপনাদের গুণমুগ্ধ

(কৃষিবিদ ড. মো. নিয়াজ উদ্দীন পাশা)
২১৫/এ পূর্ব রামপুরা (পুরাতন পুলিশ ফাড়ির কাছে)
রামপুরা, ঢাকা ১২১৯
ফোন: ০১৭২ ৭০৭৪ ৫৮৪
ব্যাংক একাউন্ট নং: ১৫২৯২০১৮৭৩৩১৮০০১, ব্র্যাক ব্যাংক
০০১১৪৩৪১০১৭২৫ সোনালী ব্যাংক
ফারজানা আফরোজ আশা (মিসেস পাশা)
ব্যাংক একাউন্ট নং: ১৫২৯১০১৮৬৯৭৭৪০০১ , ব্র্যাক ব্যাংক

http://www.khabor.com/

ড. নিয়াজ পাশা

ড. প্রকৌশলী নিয়াজ পাশা, *কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি সাংবাদিক*

মো. নিয়াজ উদ্দীন, কিশোর গঞ্জের ইটনা উপজেলার হাওর বেষ্টিত লাইম পাশা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে পহেলা বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নামের সাথে তাঁর প্রিয় গ্রাম- লাইম পাশা'র "পাশা' সংযোজিত হয়ে তিনি নিয়াজ পাশা হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাইম পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং তাঁর মামার বাড়ি- হবিগঞ্জের বানিয়াচুং উপজেলার দৌলতপুর হাই স্কুলে ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী অধ্যয়ন করেন। ১৯৭৮ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত লাইম পাশা জুনিয়র হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে ইটনা মহেষ চন্দ্র মডেল শিক্ষানিকেতনের নামে ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় বৃহত্তর ময়মনসিংহে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ৯ম শেণীতে তুমূল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হন কিশোর গঞ্জ সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে। ১৯৮১ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশের পর ভর্তি হন তৎকালিন অভিজাত ও ব্যয়বহুল কলেজ কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে (বর্তমান কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ)। ১৯৮৫ সালে নিয়াজ পাশা ভর্তি হন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে।

স্কুল জীবনেই তাঁর মধ্যে লেখালেখি ও নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ড. নিয়াজ পাশা সাংবাদিকতা ও ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন। বাকৃবি'র ফজলুল হক হলে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘ চার বছরেরও বেশী সময় ব্যাপী দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে সরাসরি ভোটে হল সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি একজন প্রতিসুতিবান কৃষি সাংবাদিক হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে তিনি বিভিন্ন সামাজিক. সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত হন, যা ছাত্র সংসদের বিকল্প হিসাবে কাজ করতো। ড. পাশা ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছাত্র, শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সংগঠন বিনোদন সংঘ, সাহিত্য সমিতিতে কাজ করেছেন। ড. পাশা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সাংবাদিক সমিতি ও ইউনিভার্সিটিজ ইয়্যুথ'র সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত । তিনি বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির সাংগঠনিক, সহ-সভাপতি, সভাপতি ছিলেন ও আজীবন সদস্য। কৃষি সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাকৃবি সাংবাদিক সমিতি তাঁকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। কৃষি সম্প্রসারণে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু বিজয় পদক লাভ করেন। ড. নিয়াজ পাশা বাংলাদেশ বেতারের একজন নিয়মিত কথক। তিনি কিশোর গঞ্জ প্রেস ক্লাবের সম্মানিত আজীবন সদস্য। সিকি শতাব্দির বেশী সময়ব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। পত্রিকাকে তাঁর দ্বিতীয় সংসার বা বউ এর সতীন হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

হাওরের কাদা জলে বেড়ে উঠা মানুষ হিসাবে এ অঞ্চলের প্রতি তাঁর রয়েছে দায়বদ্ধতা। হাওরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে রয়েছে ড. নিয়াজ পাশার অসংখ্য প্রকাশনা। চোখ বন্ধ করলে এখনো তিনি সোদা মাটির গন্ধ পান। **গত ২৫ বছর যাবৎ**

http://www.khabor.com/

তিনি নিরলসভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে ও ফোরামে হাওর, কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদদের কথা বলে চলেছেন। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি হাওরের অফুরন্ড় সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করে দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্ঠা করেন। হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুসংস্কার, পরিবহন, যোগাাযাগ-ডুবা সড়ক, বিদ্যুৎ, পানির মধ্যে বৃক্ষ রোপন, পর্যটন, ঐতিহ্য, কালচার, কর্মসংস্থান, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মৎস্য চাষ, জলজ কৃষি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রয়েছে ড, নিয়াজ পাশার অসংখ্য প্রতিবেদন। তিনি অর্থ মন্ত্রী ড. মোহিত ও কম্পিউপার বিজ্ঞানী মোস্তফা জব্বারের নেতৃত্বধীন ' হাওর ঘোষণা বাস্তবায়ন কমিটি'র এবং জাতীয় হাওর পরিষদের সদস্য। হাওর নিয়ে ব্যাপক লেখা লেখি ও চিন্ড়্র ভাবনার জন্য অনেকেই তাঁকে **"হাওরী নিয়াজ পাশা"** হিসাবেও অভিহিত করে থাকেন। হাওরের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করেন।

১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিনা) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পান। ১৯৯৭-৯৮ সনে নিয়াজ পাশা আন্ড়র্জাতিক আনবিক সংস্থার অর্থায়নে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে ছয় মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্ম ক্ষেত্রও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনেকগুলো জাতীয় ইস্যুভিত্তিক সেমিনারে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অয়োজক ও অংশ গ্রহণ করেছেন। ড. নিয়াজ পাশা হাওরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ভিত্তিক সংগঠন ' **হাজি তারা পাশা ফাউন্ডেশন"** প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি লাইম পাশায় একটি কৃষি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, গরীব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। ড. নিয়াজ পাশা আনেকগুলো পেশাজীবী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ফেলো-কাউন্সিলর ছিলেন কয়েকবার। তিনি বিশিষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. ওয়াজেদ মিঞা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রয়েসর আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন দেশের সর্ববৃহৎ ও মাল্টি-ডিসিপি- নারী বিজ্ঞানীদের সংগঠন ''বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি'র (BAAS)'' দু'বার কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ন সম্পাদক, প্রগ্রেসিভ এগ্রিকালচারের কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন কয়েকবার। তিনি 'বিনা বিজ্ঞানী সমিতি, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষি প্রকৌশলী সোসাইটির সক্রিয় সদস্য।

নিয়াজ পাশা ২০০৭ সালে ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া (ইউ.পি.এম.) হতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ফার্টিগেশন, সয়েল ওয়াটার মোভমেন্ট, ওয়াটার রিকয়ারম্যান্ট ফর ক্রপস ইত্যাদি। ড. নিয়াজ পাশা হচ্ছেন ইটনা উপজেলার প্রথম পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারি ব্যক্তিত্ব। বাকৃবি ও মালয়েশিয়ার সুধী মহলে ড. নিয়াজ পাশা সদালাপী, বন্ধু বাৎসল্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে অত্যন্ড় সুপরিচিত । মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট করেছেন, যা সমস্যা লাঘবে সহায়ক হয়েছে। ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ার আন্ড়র্জাতিক স্টুডেন্ট ফোরামেও ছিলেন তিনি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ডঃ নিয়াজ পাশা'র ১৫ টির অধিক বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও বিএজিএগ এর পাঠ্যভূক্ত ''খামার যন্ত্রপাতি'' বই এর অন্যতম লেখক। তাছাড়াও তিনি অনেক বুকলেট, ফোল্ডার ও লিফলেট এর প্রণেতা এবং অনেকগুলো জার্নাল প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন।

ড. নিয়াজ পাশা মধ্য এপ্রিল ২০০৯ এ সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার, ফার্ম গেট, ঢাকা তে সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে আন্ড়জাতিক কর্মক্ষেত্রে পদযাত্রা শুর“ করেছেন। ড. নিয়াজ পাশা তাঁদের একই গ্রামের মেয়ে আশা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁরা এক ছেলে- ফাহিম ও এক মেয়ে মিহি'র গর্বিত পিতা মাতা।

http://www.khabor.com/